ফাসেক সিরিজ-১০

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে কারা ফাসেক**

১. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর যিকির এবং তিনি যে মহাসত্য (আল কুরআন) নাজিল করেছেন তার পথে তাদের হৃদয় বিগলিত হবার সময় কি এখনো হয় নি? ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা যেনো তাদের মতো না হয়। (তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল, যে) একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অধিকাংশই হয়ে পড়েছিল **ফাসেক।**

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (৫৭:১৬)

২. নূহ ও ইব্রাহিমের কওমের কিছু লোক হেদায়াতের পথ অনুসরণ করলেও অধিকাংশই ছিল **ফাসেক।**

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে এবং তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎ পথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। (৫৭:২৬)

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

৩. ঈসা ইবনে মরিয়মের কওমের যারা ঈমান এনেছিল আমরা তাদেরকে পুরস্কৃত করেছিলাম। তবে তাদের অধিকাংশই ছিল **ফাসেক।**

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ
الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ঈঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু দরবেশী জীবনতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (৫৭:২৭)

৪. আল্লাহ **ফাসেকদের** (এখানে ইহুদি বনু নাজিরকে বুঝানো হয়েছে) লাঞ্ছিত করবেন।

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيُخْزِىَ الْفَٰسِقِينَ

তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (৫৯:৫)

নোট: তৎকালে মদিনা হইতে দুই মাইল পূর্বে বনু নাজির নামক ইয়াহুদি গোত্র মজবুত দুর্গে বাস করিত। তাহারা ইতিহাস বিখ্যাত "মদিনা সনদে"-এ স্বাক্ষর প্রদান করিয়া মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার অঙ্গীকার করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, কুরাইশদিগকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উস্কানি দেয়, এমনকি রাসূলুল্লাহ (স:) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। বাধ্য হইয়া রাসূলুল্লাহ (স:) প্রথমে তাহাদেরকে মদিনা হইতে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। এই আদেশ অমান্য করায় তিনি তাহাদের দুর্গ অবরোধ করেন (হি, ৪/৬২৫)। তাহারা আত্মসমর্পন করে ও মদিনা হইতে বহিস্কৃত হয়। এই সূরায় তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। জালালাইন (নোট ১৭০১ আল কুরআনুল করীম- ইসলামিক ফাইনডেশন)
অবরোধ কালে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে মুসলিমগণ ইয়াহুদীদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করিয়াছিলেন। (নোট ১৭০২ আল কুরআনুল করীম- ইসলামিক ফাইনডেশন)

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

৫. তোমরা ঐসব লোকদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই **ফাসেক।**

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَٰهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

আর তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাইতো পাপাচারী। (৫৯:১৯)

৬. মুসার কওমের লোকেরা সত্য জানার পরও বক্রতা অবলম্বন করেছিল, ফলে আল্লাহও তাদের অন্তরকে বক্র করে দেন। আল্লাহ **ফাসেকদের** সঠিক পথ দেখান না।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَٰسِقِينَ

স্মরণ কর মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল? অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (৬১:৫)

৭. (মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর নাই করো, দুটোই তাদের জন্য সমান, আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ **ফাসেকদের** সঠিক পথে পরিচালিত করবেন না।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা। (৬৩:৬)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মোট ৫৪ টি আয়াতে আল্লাহ তা'য়লা ফাসেক কারা তা বর্ণনা করেছেন। ফাসেক সিরিজ ১ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ আয়াতই ভালো করে তেলাওয়াত করলে, অর্থ বুঝলে আমাদের ধারনা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

আমরা মুসলিম/মু'মিন/মুত্তাকী/মহসিন/আনসারুল্লাহ হতে চাই - **ফাসেক হতে চাই না।** আল্লাহ আমাদেরকে ফাসেকী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রেখে সঠিক হেদায়াত দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603